গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, ঢাকা
এবং
ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, মহোদয় এর মধ্যে
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।

(জুলাই ১, ২০১৮-জুন ৩০, ২০১৯)

ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ঃ

(()verview of the performance of DIG, Highway police, Bangladesh police, Dhaka.)

১.১ সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন ঃ-

১। আইনের বাধ্যবাধকতায় যানবাহন চলাচলের নিদের্শনা প্রদান।

২। যানজট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩। যানবাহন চলাচলের শৃঙ্খলা স্থাপন।

৪। ওভারওয়েট যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ।

৫। মালবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন নিয়ন্ত্রণ।

৬। ফিটনেস বিহীন গাড়ি ডাম্পিং করণ।

৭। টহল ডিউটি বৃদ্ধি করণ।

৮। যানবাহনের পাকিং লাইট, ব্যাক লাইট, ইন্ডিকেটর লাইট ইত্যাদি সচলকরণ।

৯। যাত্রীবাহী বাসের ক্যারিয়ার অপসারণ ও ছাদে যাত্রী পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ।

১০। দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন দ্রুত অপসারণের মাধ্যমে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা।

১১। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২। অযান্ত্রিক এবং রুট পারমিট বর্হিভূত যানবাহন হাইওয়ে থেকে অপসারণ।

১৩। সড়কের সৃষ্ট ত্রুটি সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

১৪। আইন অমান্যকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন দাখিল।

১৫। মাদক, চোরাচালান ও সড়কে দুর্ঘটনা মামলা তদন্ত করা।

১৬। মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রণয়ন।

১৭। চোরাচালানকৃত মালামাল উদ্ধার।

১৮। চালকদের প্রশিক্ষণ।

১৯। যানবাহন চলাচলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এবং সমিতির সাথে সভা।

২০। চালক, হেলপার ও জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

২১। কমিউনিটি পুলিশিং।

২২। দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে অফিসার ও ফোর্সের নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রদান।

১.২ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ

গতানুগতিক সমস্যা ঃ-

- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব।
- পৃথক সার্ভিস লেন না থাকা।
- বাস বে না থাকা।
- মহাসড়ক নির্মাণ জনিত ত্রুটি বিচ্যুতি।
- মহাসড়কে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ফিটনেস বিহীন যানবাহনের প্রবেশ।
- আঞ্চলিক সড়ক হতে মহাসড়কে Slow moving vehicle (নছিমন, করিমন, ইজিবাইক, ভটভটি, সিএনজি, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি) প্রবেশ।
- অধিকাংশ পণ্য সড়কপথে পরিবহন এবং ভারসাম্যহীন/বিপদজনকভাবে পন্য পরিবহন।
- ছাদে যাত্রী পরিবহন।
- ড্রাইভারদের অধিক সময় Duty.

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ঃ-

পদ্মা সেতু নির্মাণ, কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী দ্বিতীয় সেতু, ঢাকা-চট্রগ্রাম চার লেন। ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-টাঙ্গাইল এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ চার লেনের নির্মাণ কাজ চলমান এসব নির্মাণ ও উন্নয়নকে কেন্দ্রকরে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট মালামালের ব্যাপক পরিবহনের ফলে সড়ক সমূহের ব্যস্ততা এবং ঝুঁকি পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনিত হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৪,০০০ হাজার গাড়ী চলাচল করে যার মধ্যে হেভী ট্রাক ১১,৪০০, মিডিয়াম ট্রাক ১৬০০, ট্রেইলর ১৪০০ অর্থাৎ মোট গাড়ীর প্রায় ৬০% উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট মালামাল পরিবহনের সাথে সম্পৃক্ত।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০ এর অধিক Mega project এর কার্যক্রম চলমান। জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭% এর বেশী, চীনের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোষাক রপ্তানীকারক দেশ হল বাংলাদেশ। বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে Commercial vehicle এর আমদানী অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কারনে মহাসড়কে Commercial vehicle এর চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুন। ফলশ্রুতিতে মহাসড়ক দ্রুত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে যাত্রীবাহী যানবাহনের তুলনায় বানিজ্যিক যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন ; মোট জিডিপি বৃদ্ধি সহ মানুষের per capita income বেড়েছে। যার ধারাবাহিকতায় দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে মালামাল পরিবহনের ব্যাপকতা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্রগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন ও ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসারের ধারাবাহিকতায় এবং ৪ লেনের সুবিধার কারণে প্রতিনিয়ত এই মহাসড়কে মালবাহী পরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্মাণাধীন রয়েছে কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতিসহ মোট ০৩(তিন) টি ২য় সেতুর কাজ। ফোর লেনের সহায়ক ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতি সেতু নির্মাণের ফলে মহাসড়কে যাত্রী এবং মালবাহী পরিবহনের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ (চার) লেনে উন্নীত করার পরও যানজট কমানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্লোমুভিং গাড়ির আধিক্য, রোড সাইড পার্কিং, অপরিকল্পিত রোড সাইড হাটবাজার, সার্ভিস লেনের সুবিধা না থাকা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে শিল্প কারখানা সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন কারনে স্বাভাবিক চলাচল বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

পৃথিবীর অন্যান্য Devoloped দেশ সমূহও তাদের উন্নয়নের সময়ে যে সকল সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছিল বাংলাদেশ ও বর্তমানে সে সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। ষাটের দশকে জাপানে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট গাড়ীর ওভারলোডিং এবং দ্রুতগতি দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ ছিল। জাপানে উন্নয়নশীল অবস্থায় ১৯৭০ সালে দুর্ঘটনায়

মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৬,৭৬৫ এক দশকে ১৯৮১ সালে এই সংখ্যা কমে ৮৭১৯ এ নেমে আসে। মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল গাড়ীর নিরাপত্তা বৃদ্ধির মাধ্যমে। গাড়ীর সিট বেল্ট, হেড রেস্ট, ব্রেক সিস্টেম ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম উন্নয়নের মাধ্যমে গাড়ীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি তথা নিরাপদ গাড়ীর ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

বর্তমানে হাইওয়েতে সার্ভিস লেন না থাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত যানবাহন সমূহ মহাসড়ক দিয়ে চলাচল করে থাকে। এসব যানবাহন অত্যন্ত ধীর গতির হয় এবং অনিরাপদ। ফলে দ্রুত গতির গাড়ী সমূহকে বারংবার ওভারটেক করতে যেয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। ছোট আকৃতির এই গাড়ী সমূহ অনিরাপদ হওয়ায় দুর্ঘটনায় অধিক সংখ্যক প্রাণহানী ঘটে।

মোট দুর্ঘটনার এক তৃতীয়াংশ দুর্ঘটনার শিকার হন পথচারীগন। এ সকল দুর্ঘটনা সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাসড়কের পাশে হাট বাজার কেন্দ্রীক হয়ে থাকে। বর্তমানে মহাসড়কে ২২৬ টি হাটবাজার রয়েছে যার মধ্যেই ১৮৪ টি সরকারীভাবে লিজ প্রদত্ত।

ওভার লোডেড যানবাহন সমূহের চলাচল মহাসড়ক ও সেতুর ক্ষতিগ্রস্থের অন্যতম কারণ। মহাসড়কে ওভারওয়েট যানবাহন চলাচলের কারণে সড়ক দ্রুত ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এ সকল স্থানে প্রায়শই যানবাহন সমূহ বিকল হয়ে পরে এবং দুর্ঘটনা ঘটায়। এছাড়াও ওভারওয়েট ট্রাক সমূহ প্রায়শই নিজেরা বিকল হয়ে যানজট সৃষ্টি করে এবং দুর্ঘটনা ঘটায়।

মহাসড়কে গাড়ীর নূন্যতম গতি নির্ধারণ না থাকায় মহাসড়কে যানজট বৃদ্ধি পায়।

মহাসড়কে চলাচলরত গাড়ী সমূহের একটি বিশাল অংশের কাগজপত্রে বড় ধরণের ত্রুটি রয়েছে। এছাড়ও মহাসড়কে চলাচল অযোগ্য এবং ভুয়া ডকুমেন্টধারী ট্রাক সমূহের অবাধ চলাচল যানবাহন চলাচলের শৃঙ্খলাকে দারুনভাবে বিঘ্নিত করছে।

হাইওয়ে পুলিশের নিজস্ব কোন ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় সিএনজি, থ্রি-হুইলার, ইজি বাইক, নসিমন, করিমন সহ মহাসড়কে চলাচল অযোগ্য ট্রাক এবং ভুয়া কাগজপত্রধারী বাস/ট্রাক সমূহকে আটক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও সেতু বিভাগের সহায়তায় কয়েকটি স্থানে স্বল্প পরিসরে ডাম্পিং গ্রাউন্ড সৃষ্টি করে অবৈধ ও চলাচল অনুপযোগী গাড়ী সমূহকে আটক করে রাখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা যথাযথ না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা পরবর্তী মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ-

১। নিরাপদ বাহনের ধারণার ব্যাপক প্রচার করা।
২। প্রচলিত আইনের বাধ্যবাধকতায় যানবাহন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্টদের নিরাপদ বাহন প্রচলনে উৎসাহিত করা।
৩। উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টতার অজুহাতে মেয়াদ উর্ত্তীন যান চলাচল প্রতিহত।
৪। অযান্ত্রিক, নিষিদ্ধ ঘোষিত যানবাহন ও Slow moving vehicle (নছিমন, করিমন, ইজিবাইক, ভটভটি, সিএনজি, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি) অপসারণ।
৫। ফিটনেস বিহীন যানবাহন রাখার জন্য পর্যাপ্ত ডাম্পিং গ্রাউন্ড এর ব্যবস্থা করণ।
৬। মহাসড়কে অবৈধ হাট-বাজার অপসারণ এবং লিজ প্রদত্ত হাট-বাজার সমূহের লিজ বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ। যেখানে অপসারণ সম্ভব নয় সেখানে বিকল্প রাস্তার ডিজাইন সহ প্রস্তাব।
৭। Black Spot সমূহ চিহ্নিত করা এবং সচেতনতা সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন।
৮। হাইওয়ে পুলিশের থানা/ফাঁড়ি গুলোতে বিশেষ Lighting এর মাধ্যমে দৃশ্যমান করা।
৯। মহাসড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।
১০। ওভার ওয়েট গাড়ী সমূহের অবাধ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা।
১১। রাস্তায় কোথাও খানা খন্দের সৃষ্টি হলে তার ছবি সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করণ।
১২। রাস্তায় যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করণ।
১৩। ত্রুটিযুক্ত লাইট (ব্যাক লাইট, ইন্ডিকেটর লাইট, পার্কিং লাইট) এর তাৎক্ষণিক সচল করণের ব্যবস্থা।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য অর্জন সমূহ ঃ-

১। সড়ক দুর্ঘটনা কমানো।
২। যানজট নিরসন।
৩। মহাসড়কে নিষিদ্ধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা।
৪। অযান্ত্রিক, নিষিদ্ধ ঘোষিত যানবাহন ও Slow moving vehicle (নছিমন, করিমন, ইজিবাইক, ভটভটি, সিএনজি, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি) অপসারণ।
৫। মাদক/চোরাচালান উদ্ধার।
৬। মহাসড়কের পাশে অবৈধ হাট বাজার উচ্ছেদ করণ।
৭। Black Spot চিহ্নিত করণ এবং সাইনবোর্ড স্থাপন ।
৮। মহাসড়কে চলাচলকারী যানবাহনের পাকিং লাইট, ব্যাক লাইট, ইন্ডিকেটর লাইট সচল করণের উদ্যোগ গ্রহণ।
৯। যাত্রীবাহী বাসে ক্যারিয়ার অপসারণ ও ছাদে যাত্রী বহন নিয়ন্ত্রণ ।
১০। মালবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন নিয়ন্ত্রণ।
১১। ওভারওয়েট যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ।
১২। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আইনের আওতায় আনা।

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থা সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, ঢাকা

এবং

আইজিপি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ঢাকা, বাংলাদেশ পুলিশ এর মধ্যে ২০১৮ সালের.....মাসের.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ সম্মত হলেন ঃ

সেকশন-১

২.১ রূপকল্প (Vision) ঃ

দক্ষ ও পেশাদার জনবলের সাহায্যে দুর্ঘটনা ও অপরাধমুক্ত হাইওয়ে গঠন করা।

২.২ অভিলক্ষ (Mission) ঃ

নিরাপদ হাইওয়ে সকলের জন্য।

২.৩ স্ব স্ব কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ (Strategic Objectives) ঃ

১। সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ।
২। যানজট নিরসন।
৩। মাদকদ্রব্য উদ্ধার।
৪। চোরাচালান পরিবহন প্রতিরোধ এবং আইনগত ব্যবস্থা।
৫। Black Spot চিহ্নিত করণ।
৬। বাজার নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণ।

২.৪ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১। দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২। কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ, সেবার মান বৃদ্ধি করা।
৩। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৪। তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদার করণ।
৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

২.৫ কার্যাবলী (Functions) ঃ

হাইওয়ে পুলিশের কার্যাবলি/দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

১। হাইওয়ে এলাকায় পেট্রোল ডিউটি প্রদান;
২। হাইওয়ে এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাসহ ট্রাফিক আইন কার্যকর করা;
৩। হাইওয়ে এলাকায় অবস্থিত বাস বা ট্রাক টার্মিনাল, পেট্রোল পাম্প, টোল প্লাজা, যাত্রী বিরতি স্থান এবং পার্কিং লট এর শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
৪। হাইওয়ে এলাকায় চলাচলরত যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা;
৫। প্রচলিত আইন বিধি অনুযায়ী সড়ক ব্যবহারকারীদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;
৬। ট্রাফিক দুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৭। হাইওয়ে এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ;

৮। হাইওয়ে এলাকায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা;

৯। হাইওয়ে এলাকায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি চলাচলকালে সুষ্ঠু যাতায়াত ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, তবে রুট প্রটেকশনের দায়িত্ব জেলা পুলিশের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

১০। হাইওয়ে এলাকায় চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চলাচল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা এবং পুলিশ সুপারকে অবহিতকরণ;

১১। হাইওয়ে এলাকায় সংঘটিত অপরাধ সমূহের তদন্ত পরিচালনা।

১২। হাইওয়ে এলাকায় চলাচলকারী সকল প্রকার যানবাহনের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং হাইওয়ে সংশ্লিষ্ট সেতু ও ফেরীতে অতিরিক্ত টোল আদায় বন্ধকরণের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৩। হাইওয়ে এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধসহ চোরাইমাল এবং মাদক দ্রব্য পরিবহনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৪। হাইওয়ে এলাকায় চলাচলকারী সাধারণ যানবাহনে যে কোন ছোঁয়াচে রোগীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা;

১৫। হাইওয়ে এলাকায় সংঘটিত অন্যান্য সকল অপরাধ এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

১৬। হাইওয়ে এলাকায় যে কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সে কর্তৃপক্ষের সহিত নিয়মিত পারস্পারিক যোগাযোগ রক্ষা ও সহযোগিতা প্রদান;

১৭। Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925) এর কোন বিধানের লংঘিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করণ;

১৮। হাইওয়ে এলাকায় নির্মাণ, মেরামত, ট্রাফিক সাইন ও চিহ্ন অথবা সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হইলে দ্রুত উহা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

১৯। Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983) এর বিধান অনুযায়ী হাইওয়ে এলাকায় সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গঠন ও তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলসহ অন্যান্য যে সকল দায়িত্ব পুলিশের উপর অর্পণ করা হইয়াছে উহা সম্পাদন।

২০। কোন আইন বা আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন কোন দলিল এর অধীন বা উপর্যুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

SR- Special Report

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

মোট নম্বর-২০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-২০১৯ (Target value 2018-2019)				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
দপ্তর সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৪	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের খসড়া বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৭ এপ্রিল	১৯ এপ্রিল	২০ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	
		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	
		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ণ প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৫ জানুয়ারি	১৬ জানুয়ারি	১৭ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	
		২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৩ জুলাই	১৬ জুলাই	১৮ জুলাই	২০ জুলাই	
কার্য পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ সেবার মান উন্নয়ন	৯	মাঠ পর্যায়ে কার্যালয় সমূহে কমপক্ষে একটি অনলাইন সেবা চালু করা	অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	
		দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে একটি সেবা প্রক্রিয়া সহজীকৃত	সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ মার্চ	
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইপি) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত	তারিখ	১	৪ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	১৮ ফেব্রুয়ারি	২৫ জানুয়ারি	
			এসআইপি বাস্তবায়িত	%	১	২৫				
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারী নিশ্চিতকরণ	সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন পত্র যুগপৎ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	
		সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	
		সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেট্সহ অপেক্ষাগার (Waiting room) এর ব্যবস্থা করা	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	
		সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-২০১৯ (Target value 2018-2019)				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৪	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়	ঘন্টা	২	৬০	৫৫	৫০	৪৫	
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৬ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	
			নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	১	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	.৫	৮০	৭০	৬০	-	
		স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	
আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	২	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৫০	৪৫	৪০	৩৫	

আমি, মোঃ আতিকুল ইসলাম, বিপিএম-বার, পিপিএম, ডিআইজি, হাইওয়ে রেঞ্জ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব ।

আমি, ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার), ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ ডিআইজি, হাইওয়ে রেঞ্জ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব ।

স্বাক্ষরিত ঃ

....

.... ২১/৬/২১

মোঃ আতিকুল ইসলাম, বিপিএম-বার, পিপিএম তারিখ

ডিআইজি

হাইওয়ে রেঞ্জ ।

....

.... ২১/৬/২১

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার) তারিখ

ইন্সপেক্টর জেনারেল

বাংলাদেশ পুলিশ ।

সংযোজনা-২ঃ কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১.	পাকিং লাইট, ব্যাক লাইট, ইন্ডিকেটর লাইট সচল করণ।	চেকিং	চেকিং করে সচল করণের ব্যবস্থা করণ	থানা/ফাঁড়ি	কত সংখ্যক সচল করা হয়েছে।	
২.	ওভারওয়েট যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ	চেকিং ও অভিযান পরিচালনা	Weight scale-এ পরিমাপের মাধ্যমে	থানা/ফাঁড়ি এবং সেতু পরিচালনা কর্তৃপক্ষ বা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	কত সংখ্যক চেকিং অভিযান ও প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে।	
৩.	পুলিশ সদস্যদের First Aid বিষয়ক training প্রদান।	First Aid Expert দের সমন্বয়ে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা	First Aid Expert দের সমন্বয়ে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা	হাইওয়ে রিজিয়ন	কতজন সদস্যকে ট্রেনিং দেওয়া হল।	
৪.	মালবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন নিয়ন্ত্রণ	চেকিং ও অভিযান পরিচালনা	চেকিং ও অভিযান এবং যানবাহনের মালিক ও শ্রমিকের সাথে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম	থানা/ফাঁড়ি এবং ট্রাক মালিক, চালক	কত সংখ্যক চেকিং অভিযান ও প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে।	
৫.	যাত্রীবাহী বাসে ক্যারিয়ার অপসারণ ও ছাদে যাত্রী বহন নিয়ন্ত্রণ	চেকিং ও অভিযান পরিচালনা	চেকিং ও অভিযান এবং যানবাহনের মালিক ও শ্রমিকের সাথে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম	থানা/ফাঁড়ি এবং বাসের মালিক, চালক	কত সংখ্যক অপসারণ করা হয়েছে।	
৬.	ফিটনেস বিহীন গাড়ী ডাম্পিং করণ	চেকিং ও অভিযান পরিচালনা	ফিটনেস বিহীন গাড়ী ডাম্পিং করণ	হাইওয়ে পুলিশ	কতগুলো ফিটনেস বিহীন গাড়ী ডাম্পিং করা হয়েছে।	
৭.	টহল ডিউটি	টহল ডিউটি করা।	টহল ডিউটি বৃদ্ধি করণ	হাইওয়ে পুলিশ	কতটি টহল ডিউটি করা হয়েছে।	
৮.	চালক, হেলপার ও জনসাধারণকে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ	সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কত সংখ্যক ওরিয়েন্টেশন, সভা, সেমিনার, সতর্কতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।	চালক, হেলপার ও জনসাধারণকে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ	হাইওয়ে পুলিশ, চালক-মালিক সমিতি, যাত্রীসাধারণ	সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কত সংখ্যক ওরিয়েন্টেশন, সভা, সেমিনার, সতর্কতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।	
৯.	মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রণয়ন	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে	হাইওয়ে পুলিশের পাশাপাশি প্রয়োজনে মাদক অধিদপ্তর, থানা পুলিশের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ	হাইওযে পুলিশ	কত জনের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।	
১০.	অভিযান/তল্লাশী	মোট উদ্ধার-(ইয়াবা, গাঁজা, ফেনসিডিল, চোলাইমদ ইত্যাদি)	তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে চেকিং	হাইওয়ে পুলিশ	কত টাকা সমমূল্যের মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।	

সংযোজনী-২ঃ কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১১.	অভিযান/তল্লাশী	চোরাই মালামাল আটক	চোরাই ব্যবসায়ীদের নজরদারী এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে	হাইওয়ে পুলিশ	কত টাকা সমমূল্যের মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।	
১২.	দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ	কতগুলো হাইওয়ে থানা/ফাঁড়ি এলাকায় Black Spot নির্ধারণ করা হয়েছে।	দুর্ঘটনা সংক্রান্তে ডাটা বেজ সংরক্ষণ এবং কারণ ও বিশ্লেষণ	হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি-না।	
১৩.	সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড স্থাপন	কতগুলো হাইওয়ে থানা/ফাঁড়ি এলাকায় নির্ধারিত Black Spot এ সতর্কীরণ সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।	Black Spot নির্ধারণ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	হাইওয়ে পুলিশের তত্ত্বাবধানে	কতটি স্থান নির্ণয় করা হয়েছে ও সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।	
১৪.	অবৈধ হাট বাজার অপসারণে অভিযান	অভিযান পরিচালনা	কতগুলো অপসারণ করা হয়েছে।	পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট	কতটি অবৈধ হাট-বাজার অপসারণে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।	
১৫.	মহাসড়কে খানা খন্দের তালিকা প্রেরণ	কতগুলো খানা খন্দের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।	কতগুলো খানা খন্দের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগ	কত সংখ্যক খানা খন্দের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৬.	কমিউনিটি পুলিশিং	কমিউনিটি পুলিশিং সভা করা হয়েছে কি-না	কমিউনিটি পুলিশিং সভা করা।	হাইওয়ে পুলিশ	কমিউনিটি পুলিশিং সভা করা হয়েছে কি-না।	

সংযোজনী-৩ ঃ অন্য দপ্তর/সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উচ্চ প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
এলজিইডি	সড়ক এবং মহাসড়কের পাশে ইজারা প্রদত্ত হাট-বাজারের ইজারা বাতিল	যোগাযোগ অব্যাহত রাখা	➢ সড়ক এবং মহাসড়কের পাশে ইজারা প্রদত্ত হাট-বাজারের ইজারা বাতিল করা। হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় কোন ইজারা প্রদানের পূর্বে হাইওয়ে পুলিশের সাথে সমন্বয় করা।	➢ ইজারা প্রদান করলে এক ধরণের আইনগত বৈধতা পেয়ে যায়। ফলে মহাসড়কের পাশে কোন স্থাপনা ও হাট-বাজার অপসারণে সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে দুর্ঘটনা ও যানজট বৃদ্ধি পায়।	➢ দুর্ঘটনা বাড়বে ➢ প্রাণহানি বাড়বে ➢ যানজট বাড়বে ➢ কর্মঘন্টা নষ্ট হবে।
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	মহাসড়কের নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	যোগাযোগ অব্যাহত রাখা	➢ মহাসসড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা। ➢ মহাসড়ক প্রশস্থ করণ, ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য সার্ভিস লেন নির্মান করা। ➢ সংযোগ সড়ক "Y" টাইপ করণ।	➢ রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ থাকলে এ সকল স্থানে গাড়ীর গতি কমে আসে, কিছু ক্ষেত্রে গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ হারায়, গাড়ী বিকল হয়ে যায়, ফলে দুর্ঘটনা সহ যানজটের সৃষ্টি হয়। ➢ ফিডার রোড হতে সরাসরি মহাসড়কে উঠে আসার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। তাই ফিডার রোড হতে মহাসড়কে ওঠে আসার ক্ষেত্রে "T" টাইপের বদলে "Y" টাইপের সংযোগ সড়ক থাকলে দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হবে। ➢ মহাসড়কে সার্ভিস লেন না থাকার কারণে ধীরগতির যানবাহন, নিষিদ্ধ ও অবৈধ যানবাহন মহাসড়কের প্রধান লেন-এ চলাচল করে, ফলে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটে।	➢ ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা যথাসময়ে মেরামত না করলে রাস্তার টেকসই বা স্থায়ীত্ব কমে যাবে। ➢ মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে। ➢ দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাবে। ➢ হতাহতের সংখ্যা বাড়বে। ➢ যানজটের সৃষ্টি হবে। ➢ কর্মঘন্টা নষ্ট হবে। ➢ মানুষের নিকট প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে।
জেলা প্রশাসক	সড়ক/মহাসড়ক থেকে হাট-বাজার সহ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ	জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা	➢ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা। ➢ সড়ক এবং মহাসড়কের পাশে ইজারা প্রদত্ত হাট-বাজারের ইজারা বাতিল করা। ➢ হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় কোন ইজারা প্রদানের পূর্বে এর প্রভাব সম্পর্কে হাইওয়ে পুলিশের মতামত নেয়া।	➢ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে মহাসড়কের পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হলে মহাসড়কের যানজট কমে আসবে। ➢ ইজারা প্রদান করলে এক ধরণের আইনগত বৈধতা পেয়ে যায়। ফলে মহাসড়কের পাশে কোন স্থাপনা ও হাট-বাজার অপসারণে সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে দুর্ঘটনা ও যানজট বৃদ্ধি পায়।	➢ দুর্ঘটনা বাড়বে ➢ প্রাণহানি বাড়বে ➢ যানজট বাড়বে ➢ কর্মঘন্টা নষ্ট হবে।
জেলা পরিষদ	সড়ক/মহাসড়কের পাশে হাট-বাজার সরিয়ে অন্যত্র বাজার স্থাপনের ব্যবস্থা করা	জেলা পরিষদর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা	মহাসড়কের পাশে হাট-বাজার সমূহ Re-design করা।	➢ দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহাসড়কের পাশে হাট-বাজার থাকার কারণে মানুষের চলাফেরা বেশী হয়। ফলে এসব স্থানে দুর্ঘটনা সহ যানজট সৃষ্টি হয়। মহাসড়কের পাশে হাট-বাজার সরিয়ে অন্যত্র হাট-বাজার স্থাপন করলে দুর্ঘটনা, প্রাণহানি এবং যানজট অনেকাংশ কমানো সম্ভব হবে।	➢ দুর্ঘটনা বাড়বে ➢ প্রাণহানি বাড়বে ➢ যানজট বাড়বে ➢ কর্মঘন্টা নষ্ট হবে।